দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 17 2006 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

রবিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলাকালে পুলিশ অসহায় হয়ে পড়ে -আজিজুর রহীম পিউ

জগন্নাথ ভার্সিটিতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে আহত অর্ধশতাধিক

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

গতকাল রবিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্র শিবির ঘন্টাকালব্যাপী সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে। এসময় ছাত্রদলের একটি অংশ বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে তাদের ৬ জন আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে। গুরুতর আহতদের স্থানীয় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত শনিবার ছাত্র শিবির নেতা রবিউল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষ ছাত্রদের নিয়ে বৈঠক করলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বাধা দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা রবিউলকে বেদম মারপিট করলে ছাত্রদল নেতা রাজীব তাকে উদ্ধার করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা গতকাল ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। এসময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও অবকাশ ভবনের নিচে অবস্থান নেয়। উভয় দলের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ দু'দলের নেতা-কর্মীদের দেহ তল্লাশী চালায়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা শিবিরকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করলে শিবিরের নেতা-কর্মীরাও পাল্টা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। উভয় গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

ছাত্রদলের একটি অংশ ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগ দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সংঘর্ষ চলাকালে অবকাশ ভবনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয় এবং কে বা কারা এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। পরে কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওমর ফারুকের নেতৃত্বে অতিরিক্ত (৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

জগন্নাথ ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃঃ পর)

পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করে। সংঘর্ষকালে ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ক্যাম্পাস ফাঁকা হয়ে যায়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে সদরঘাটমুখী রাস্তা বন্ধ থাকলে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে।

ঘন্টাকালব্যাপী এ সংঘর্ষে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়। গুরুতর আহতরা হচ্ছেঃ ছাত্রলীগের গাজী আবু সাঈদ, সোহাগ, আইয়ুব, মামুন, সূর্য, সালাউদ্দিন, শামীম, রেজাউল, শাওন, হারুন-অর-রশীদ; ছাত্রদলের শরীফ, উজ্জ্বল, শাহরিয়ার, শামীম, হুমায়ুন, সুজন এবং ছাত্র শিবিরের মোহেবুল্লাহ, আশরাফ, মাসুদ, কামাল, শামীম ও তানভীর। আহতদের স্থানীয় কয়েকটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ছাত্র শিবির নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাসের বাইরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।

ছাত্রশিবির ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা লাঠি সোটা নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে। এদিকে ছাত্রদল পৃথকভাবে ক্যাম্পাসে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ করে। এ সময় ছাত্রদলের ক্যাডার হাসানকে বঁটি নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দিতে দেখা যায়। বর্তমানে ক্যাম্পাসে তিন দলের মধ্যেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. সিরাজুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে রেজিস্ট্রার নাসরীন বেগম বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে পুলিশকে বলা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ বলেন, শিবিরের সঙ্গে বহিরাগত ছেলেরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। পুলিশ ছাত্রলীগ নেতা সোহেলকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালালে ছাত্রলীগ শিবিরের ওপর হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবির সভাপতি নিজামুল হক নাঈম বলেন, ছাত্র হিসেবে ক্যাম্পাসে আমাদেরও রাজনীতি করার অধিকার আছে। আমাদের কেউ বহিরাগত ছিল না। ছাত্রদল সভাপতি পারভেজ রেজা বলেন, ছাত্রলীগ-শিবির